মিলন-মঙ্গল

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

শিশির পাবলিশিং হাউস্,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

১৩২৫

প্রকাশক—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি-এ
শিশির পাবলিশিং হাউস্,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস।
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস।
১৪ নং জগন্নাথ দত্তর লেন,
কলিকাতা।



নববধূ

উপহার

আজি শুভদিনে শুভ এ লগনে,
পড়িছে হরষ ছড়ায়ে ;—
ধর ক্ষুদ্র স্মৃতি প্রাণভরা প্রীতি,
ভালবাসা আছে জড়ায়ে

উৎসর্গ

রন্ধনেতে যাঁরা দ্রৌপদীর সম,
মধুর যাঁদের বাণী,
তাঁহাদের করে নির্ম্মাল্য হউক
ক্ষুদ্র এ গ্রন্থখানি ।

সূচী।

স্তুতি

* * *

ডাক ভগবানে ডাক ভগবানে,
প্রণাম করো গো পায়
যাঁহার আশীষে দুইটি হৃদয়,
একটি হইয়া যায়।

* * *

অচেনা অজানা ছিলে দুইজন,
আপন ভাবেতে ভোর
আপনার হ'তে হইলে আপন,
পড়িল প্রেমের ডোর।

***

শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইল,
বাজিছে স্বরগ বাঁশী
সংসার কানন ফলেফুলে ভরি,
হরষে উঠিবে ভাসি

***

লভিলে জগতে নূতন জীবন,
যাঁহার করুণা বলে
কর প্রণিপাত শুদ্ধ হৃদয়ে,
তাঁহার চরণ তলে।

নারী

***

তুমি প্রেমময়ী তুমি প্রীতিময়ী,
তুমি বিশ্বের আলো
তুমি চিরহাসি জোছনার রাশি,
স্বরগ সুষমা ঢালো।

***

স্নেহ প্রেম প্রীতি দয়া মায়া ক্ষমা,
হৃদয় মাঝারে ধর ;
পত্নী ভগ্নী জননী রূপেতে
সোণার সংসার কর।

***

তুমি নারী হও প্রকৃতিরূপিণী,
তুমিই বিশ্বের মূল :
ভুল না ভুল না একথা ভুল না,
তুমি পারিজাত ফুল



নব বধূ

***

সংসারেতে তুমি করিলে প্রবেশ,
বসালে প্রেমের মেলা ;
ভুলে যাও সব অতীতের কথা,
ভুলে যাও ছেলেখেলা।

***

সখা রূপে তুমি পাইলে গো পতি,
হইল হৃদয় আলো ;
জীবন সঙ্গিনী হওগো রঙ্গিনী,
স্বরগ সুষমা ঢালো।

***

নূতন আলয়ে নূতন আশ্রয়ে,
পাইলে নূতন প্রাণ :
প্রীতিময়ী হয়ে স্নেহময়ী হয়ে
ধরগো প্রেমের গান

***

নূতন জননী নূতন জনক,
নূতন ভাইটি বোন .
ছড়ায়ে মাধুরী রমণী কুসুম
ফুটুক এ শুভক্ষণ ;



নববধূ

* * *

নূতন হইয়া নূতন রাজ্যে,
ধরিলে নূতন নাম ;
এই তো নারীর দেবতা মন্দির,
এই তো স্বরগ ধাম।



স্বামী

***

আজিকে যাহার ধরিলে গো হাত,
যে দিল গলেতে মালা ;
আজ হ'তে তিনি হইলেন স্বামী,
ইষ্ট দেবতা বালা ।

***

বিপদেতে তিনি বন্ধু তোমার,
দৈন্যের চির সাথী ;
হৃদয় আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ,
সুখেতে জোছনা রাতি ;

***

ধর্মে তোমার তিনি নারায়ণ,

ইহ পরকাল গতি ;

দেহের লাবণ্য তিনি যে তোমার,

সংসার নিকুঞ্জে পতি ;

***

হাত ধরে তাঁর সংসার কাননে,

ছড়ায়ে শান্তি বারি ;

দশ মহারূপে হও অগ্রসর,

করুণারূপিণী নারী।

স্বামীর গৃহ

*
**

দেবতার গৃহে আসিয়াছ আজ,
এইবার হবে দেবী ;
দেবীর মতন উঠিবে ফুটিয়া,
দেবতা চরণ সেবি ।

*
**

স্বামীর আবাস সতীর স্বরগ,
বারাণসী হরিদ্বার ;
তোমার পরশে স্বার্থক হউক্,
বাড়ুক গরিমা তার ।

*
*
*

স্বামীর ভিটা শ্বশুরের ঘর,
দেবতা বাঞ্ছিত স্থান;
এই তো নারীর চির লীলাভূমি,
বিধাতার মহা দান।

*
*
*

এ গৃহ মাঝারে তুমি হবে রাণী,
স্বামী হবে তব রাজা;
সতত হরষে পুলক পরশে,
প্রাণটুকু রবে তাজা।

* * *

এ যে গো তোমার বৈকুণ্ঠপুরী,
কাশী জগন্নাথ ধাম,
তোমার গৌরবে-গৌরবেতে তার,
থাকে যেন চির নাম।



নারীর ভূষণ



লজ্জা

***

লজ্জা নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ,
ভূষিতা যে নারী তায় ;
বিশ্ব প্রকৃতি সব নেচে ওঠে,
সে যদি ফিরিয়া চায়।

***

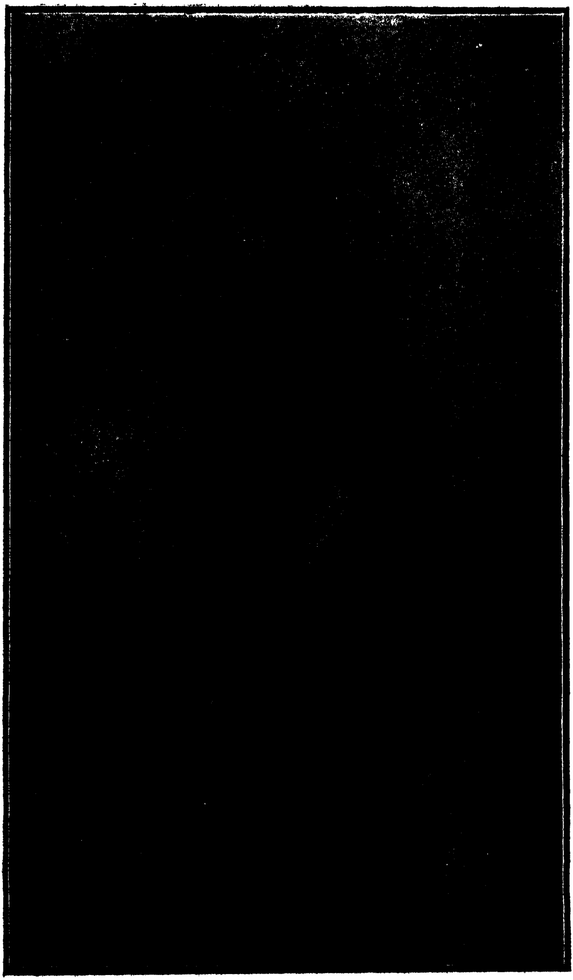
লজ্জা ভূষণ হারায়ে ফেলিলে,
থাকে না কিছুই আর ;
সুরূপা নিমিষে কুরূপা গো হয় ;
অসার জীবন তার।

***

যতই গৌর বর্ণ হউক,
থাক্ শত রূপরাশি ;
দেবী তো কখন হবে না সে নারী,
চির দিন রবে দাসী ।

***

লজ্জা ভূষণ ছেড়না ছেড়না,
হও গো ভূষিতা লজ্জা ;
এর কাছে আর নাহি অলঙ্কার,
নারীর শ্রেষ্ঠ সজ্জা ।



লজ্জা

নয়নে লজ্জা আননে লজ্জা,
হাসিতে লজ্জা ঢালি .
দাঁড়াও সংসারে লজ্জারূপিণী.
সোণার প্রদীপ জ্বালি



সরলতা !

***

সরলতা হয় নারীর ভূষণ,
তুমি যে সরলা বালা ;
সরল হইয়া সরল করিয়া,
পর গো সরল মালা ।

***

বিনয়ে নুইয়া পড়িবে মাটীতে,
বিনয়ী হইবে ভবে,
সরলতা মাঝে রহিবে ডুবিয়া,
সরলা কহিবে সবে ।

***

উগ্র চণ্ডনা রেখ নাকো তেজ,
নারীর মহৎ দোষ ;
নারী নামে যেন লেপনা কলঙ্ক,
রাখিয়া হৃদয়ে রোষ।

***

অবলা সরলা সরলতাময়ী,
সরল ভূষণ পরি ;
সরলা হইয়া সরলতা মাঝে,
রেখ গো সংসার ধরি।

ভালবাসা !

* *

ভালবাসা হ'লো মাথার মুকুট,
নারীর প্রধান শোভা ;
যেখানে দাঁড়াবে চারিপাশ ঘেরি,
পড়ে যেন তার প্রভা।

* *
*

ভালবাসা ফুল হৃদয়ে ফুটায়ে,
বাসিতে শিখিবে ভালো
ভক্তির ভারে রহিবে নুইয়া,
প্রীতির জ্বালিয়া আলো।

***

মমতা মায়ায় হৃদয় কুসুম,
ওঠে যেন সদা ফুটে ;
বিমল গন্ধে পশু পাখী যেন,
চারিদিকে আসে ছুটে

***

ভালবাসা যার হৃদয়ের সার,
প্রাণ ভরা ভালবাসা ;
সার্থক তার রমণী জীবন,
জগতে সার্থক আসা।

সেবা ও শুশ্রূষা

***

সেবাতে নিপুণা হাতখানি করি,
    সৃজিলেন নারী বিধি ;
আত্মপর ভুলি সেবিবে সকলে,
    সেবা যে অমূল্য নিধি

***

এইখানে নারী সতত পূর্ণ,
    এইখানে নারী দেবী ;
হাতখানি যেন হয় নির্ম্মালা,
    চিরদিন পরে সেবি ।

রোগ শয্যা পাশে গরীয়সী হয়ে,
করিবে রোগীর সেবা ;
এইখানে নারী প্রকৃত রূপসী,
তার সমা আছে কেবা ।

* * *

শুশ্রূষা সেবায় হওনা কাতর,
ঢেলে দিও সদা প্রাণ ;
সংসার আশ্রমে থেক পূর্ণ হয়ে,
রাখিও নারীর মান ।

সতীধর্ম্ম !

* * *

সতীত্ব নারীর অমূল্য ভূষণ,
কায় মনে হবে সতী
সংসার আশ্রমে স্বামীর চরণে,
চির দিন রেখ মতি ।

* * *

সতীত্ব ভূষণে ভূষিতা যে নারী,
চরণ ধূলিতে তার ;
ঘুচে যায় পাপ রোগ শোক তাপ,
খোলে গো স্বরগ দ্বার !

***

সতীধর্ম্ম বলে অঘটন ঘটে,
প্রাণ পায় মৃত পতি :
সতী ধর্ম্মে মন রাখ অনুক্ষণ,
সতী হও পুণ্যবতী !

***

বড় গলা করি বলো একবার,
সতী নারী আমি ভবে
বিশ্ব জগৎ দেখিবে অমনি,
চরণে প্রণত হবে।

***

বিফল জীবন বিফল সকলি,

সতীত্ব নাহিকো যার ;

সংসার কাননে কায় মন প্রাণে,

সতী ধর্ম্ম কর সার।



নারীর কর্ত্তব্য



পতিসেবা

* * *

ভোরের বেলা উঠ্‌বে সতী,
পতির ওঠার আগে ;
পূর্ব্ব গগন প্রথম যখন,
রাঙ্গবে অরুণ রাগে ।

* * *

মাথায় দেবে ভক্তিভরি,
পতির পায়ের ধূলি ;
কর্ব্বে পতির প্রথম পূজা,
বিশ্ব জগত ভুলি ।

***

তার পরেতে নিপুণ হাতে ;
　　পতির প্রিয় যাহা ;
সকল কাজের আগে সতী,
　　কর্ব্বে তুমি তাহা।

***

স্বামীর গৃহ দেব মন্দির,
　　রাখবে পরিষ্কার ;
জীবনটুকু রাখবে ঢেলে,
　　সেবায় শুধু তাঁর।

*
*

ছল চাতুরী ফেলবে দূরে,
ছাড়বে অভিমান ;
পুণ্যে ভরা রাখবে শুধু,
ফুলের মতন প্রাণ।

*
*

স্বামীর কাছে ফেল্‌বে নাকো,
ভুলেও আঁখি জল ;
স্বরগ সুধা তাঁহার প্রাণে,
ঢালবে অবিরল।

*
*

আদেশটুকু কর্ব্বে পালন,
হরষ পুলক মাঝ ;
বিশ্বে নারীর এইটি জেন,
সবার বড় কাজ।



মিলন-মঙ্গল :—



শাশুড়ী ও বধূ

শ্বশুর শাশুড়ী

***

শ্বশুর শাশুড়ী মহা গুরু তব,
জনক জননী হন ;
তাঁহাদের সেবা ধর্ম্ম তোমার,
মনে রেখ অনুক্ষণ ।

***

সেবিবে তাঁদের কায়মন প্রাণে,
হইবে তাঁদের কন্যা ;
তাঁদের আশীষ মণ্ডিত হই,
জগতে হইবে ধন্যা ।

***

তাঁহাদের কাছে শিখিবে যতনে,
শিখিবার যাহা আছে—
জানিয়া শুনিয়া শিখিয়া লইবে,
সতত থাকিয়া কাছে।

***

বহুদিন ধরি করিয়া সংসার,
সকলি জানেন তাঁরা—
তাঁহাদের জ্ঞানে গরিয়সী হয়ে,
রাখিবে তাঁদের ধারা।

***

পিতামাতা সম সেবিবে তাঁদের,
তাঁহারা গুরুর গুরু ;
আদর্শ তাঁদের সম্মুখে রাখি,
করিবে সংসার সুরু।

***

সতত ঢালিয়া ভক্তির ধারা,
থাকিবে সংসার ধরি ;
তাঁদের আশীষে বিপদ আপদ,
সদা রবে দূরে সরি।

ভাসুর ও ভাসুরপত্নী !

***

ভাসুরে হেরিবে শ্বশুরের মত,
ভক্তির আলো জ্বালি ,
দূর হতে তাঁর করিবে গো সেবা,
স্বরগ সুষমা ঢালি ।

***

তিনি যে তোমার মহা গুরুজন,
তাঁর সম নাহি কেহ ;
সতত তাঁহার পাইবে সংসারে,
অসীম অনন্ত স্নেহ ।



বড় জা

***

তাঁহার পত্নী বড়জা' তোমার,
পূজিবে চরণখানি ;
শাশুড়ীর মত মানিবে তাঁহাকে,
পালিবে আদেশ বাণী।

***

হইবেন তিনি দিদিমণি তব,
রাখিবেন স্নেহে ঢাকি ;
সংসারের খেলা খেলিবে যতনে,
তাঁহাকে উপরে রাখি।

***

পালিবে তাঁহার পুত্র কন্যাগণে,
　　　　করিয়া মাথার মণি ;
তারা যে তোমার বড় আপনার,
　　　　অমূল্য হীরক খণি।

***

স্বামীতে তোমাতে নাহি স্বাতন্ত্র্য,
　　　　তুমি হলে তাঁর বর্ম্ম ;
তাঁহাতে তোমাতে মেশামিশি হয়ে,
　　　　করিবে সংসার ধর্ম্ম।

দেবর ও দেবরপত্নী

***

দেবরের মত স্নেহের সামগ্রী,
সংসারেতে নাহি আর ;
ভায়ের মতন করিবে যতন,
লইয়া সকল ভার।

***

মিলিয়া মিশিয়া সরল ভাবেতে,
বাসিবে তাহাকে ভালো ;
চিরদিন যেন রাখে তাকে ঢেকে,
তোমার স্নেহের আলো।

⁂

পত্নীকে তার আদরে যতনে,
        বোনের মত দেখ’ ;
দোষ গুণ তার স্নেহ আবরণে,
        ঢাকিয়া সতত রেখ’ ।

⁂

শতমুখে তার করিবে সুখ্যাতি,
        নিন্দা করোনা কভু ;
কটু কথা তারে বলোনা বলোনা,
        সাজিয়া তাহার প্রভু ।

***

দোষগুণ তার বুঝায়ে বলিও,
ঢালিয়া মধুর হাসি :
দেখিবে তখনি ভালবাসা তার,
চরণে লুটাবে আসি।

***

তুমি যে তাহার দিদিমণি হও,
সে যে হয় ছোট বোন
আপনার হতে বড় আপনার,
সে যে তব প্রিয়জন।

ননদিনী

***

স্বামীতে তোমাতে নাহি স্বাতন্ত্র্য ;
যাঁহারা তাঁহার বোন—
আজ হতে তাঁরা হইলেন তব,
চির আপনার জন।

***

সহোদরা সম সেবিবে তাঁদের,
স্নেহের বন্ধন দিয়া,
বড় আপনার হইবে তাঁদের,
ভালবাসা টুকু নিয়া।

মিলন-মঙ্গল ঃ-



ননদিনী

*
*

বয়সেতে যারা তোমার সমান,
সখী সম তারা হবে,
হাসিবে খেলিবে সম জুটি মত,
মিলিয়া মিশিয়া রবে।

*
*

জ্যেষ্ঠা যাঁহারা হেরিবে তাঁদের,
জ্যেষ্ঠা ভগিনী সমা ;
শূন্য হৃদয়—পূর্ণ করিবে,
প্রেম প্রীতি দিয়ে ক্ষমা।

***

বয়সেতে যারা তোমার কনিষ্ঠা,
তাদের স্নেহেতে ঢাকি ;
করিবে আদর করিবে যতন,
সতত কাছেতে রাখি।

***

স্বামীর তোমার ভগিনী তাহারা,
ব্যথা যেন নাহি পায় ;
সহাস্য আননে হাতে তুলে দিবে,
যদি কিছু তারা চায়।

***

স্বামীর ঐশ্বর্য্যে তাহাদের যেন,
চির অধিকার রয় ;
দেখিও সতত তাহাতে তাহারা,
বঞ্চিত নাহি হয়।



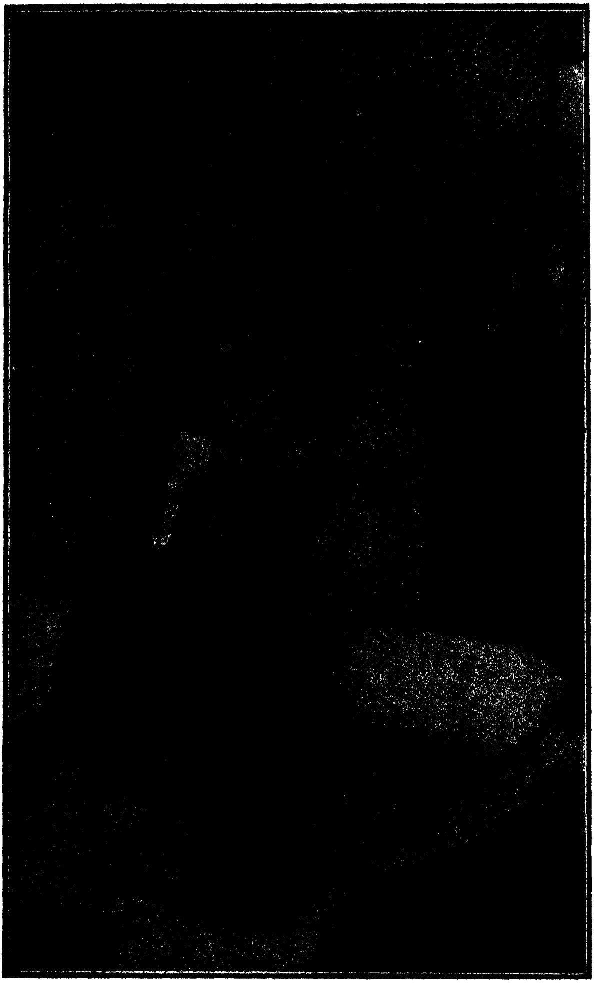
পুত্র কন্যা

*
*

সংসার কাননে স্বরগের ফুল,
উঠে গো যখনি ফুটি :-
তখনই সংসার হয় গো পূর্ণ,
হরষে নাচিয়া উঠি।

*
*

স্বরগের হাসি আননে লইয়া,
ছড়ায়ে হাসির ধারা ;
সংসার কানন করিতে স্বরগ,
ফুটিয়া উঠে গো তারা।



পুত্র-কন্যা।

***

অজ্ঞান অবোধ তাহারা যে, হায়!
জানেনা জননী বই;
পালিবে তাদের অশেষ যতনে,
যথার্থ জননী হই।

***

মা ব'লে তাহারা ডাকিবে তোমায়,
বাড়িবে তোমার কোলে
বধূ ছিলে তুমি বিধির আশীষে,
এবার জননী হ'লে।

***

মা হওয়া জগতে বড়ই কঠিন ;
কঠিন কর্ত্তব্য ভার,
পড়িল তোমার স্কন্ধের উপর,
রেখগো মর্য্যাদা তার ।

***

এত দিনে নারী পরিপূর্ণ তুমি,
মায়ের আসন পেলে ,
হওগো জননী কনক বরণী,
স্নেহের আঁচল মেলে ।

_
*

অসীম যতনে পালিবে সন্তানে,
নারীর প্রধান কর্ম্ম ;
আপনা ভুলিয়া স্নেহেতে গলিয়া,
পালিবে জননী-ধর্ম্ম ।



/

দাস দাসী

***

দুই মুঠা শুধু অন্নের তরে,
যাহারা তোমার ঘরে ,
দাস দাসী রূপে তোমার সংসারে,
নিশি দিন কাজ করে।

***

তাদের মতন কাঙ্গাল গরীব,
কে আছে জগতে আর ?
পুত্র কন্যা সম দেখিও তাদের,
লইও সকল ভার।

***

হের না তাদের ঘৃণার চক্ষে,
করিতে সংসার খেলা,
তারাও মানুষ তোমারি মতন,
করোনা তাদের হেলা।

***

কাঙ্গাল বলিয়া দিও নাকো ব্যথা,
দিও না আঘাত প্রাণে :
সন্তানের মত পালিও তাদের,
অসীম করুণা দানে।

***

তুমি যে তাদের জননীর মত,
তাহারা যে ছেলে মেয়ে
ভুলে যায় যেন সব দুঃখ ব্যথা,
তোমারে জননী পেয়ে।

***

ভেবোনা তাদের দাস দাসী বলে,
বলো না অপ্রিয় বাণী :—
কেন বা বিষাদ থাকিবে সেথায়,
তুমি যে রাজ্যের রাণী !



অতিথি

অতিথি

***

অতিথি রূপেতে নারায়ণ আসি,
করেন মঙ্গল দান ;
অতিথি সেবায় নিয়োজিত করি,
সতত রাখিবে প্রাণ ;

***

অতিথি সেবায় মহা পুণ্য হয়,
অতিথি বিমুখ হলে ;
চঞ্চলা কমলা বিরূপা হইয়া,
তথা হ'তে যান চলে

***

কেবা নাহি জানে ক্ষুদ্র কপোত,
রাখিল গৃহীর মান ;
অতিথি ব্যাধেরে আনন্দে তুষিল,
নিজ দেহ করি দান।

***

অনন্ত স্বর্গ লভিল কপোত,
অতিথি সেবার ফলে :
অতিথি সেবাই প্রধান ধর্ম্ম,
সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।

***

কায়মন প্রাণে নিয়োজিত যারা,
অতিথি সেবায় হয়
তাহাদের গৃহে অচলা হইয়া—
সতত কমলা রয়।

***

তাই বলি গৃহে অতিথি আসিলে,
তুষিবে যতন ভরে ;
কল্যাণে ভ'রে রহিবে সংসার,
তাঁদের আশীষ বরে।

*

আচার ব্যবহার

***

আচার ব্যবহার মিষ্ট যাহার,
হাসি ভরা যার মুখ ;
রীতি নীতি গুলি পরিপাটি যার,
ভালবাসা ভরা বুক—

***

চাঁদের মতন জোছনা ছড়ায়ে,
যে করে সংসার আলো,
যার কাছে নাই পর আপনার,
যে বাসে সবারে ভালো—

***

সেই নারী হয় যথার্থ সঙ্গিনী,
গলে দোলে যশহার,
কল্যাণে ভরি থাকেগো সংসার,
অনন্ত পুণ্যে তার।



মিতব্যয়িতা

***

সংসারেতে হবে সদা মিতব্যয়ী,
লইয়া সংসার ভার ;
সংসারেতে যিনি মিতব্যয়ী নন্,
ঘুচেনা অভাব তাঁর।

***

অভাব দানব করে হাহাকার,
থাকে না সেথায় সুখ ;
যাহা কিছু আসে উড়ে পুড়ে যায়,
বাড়ে গো কেবল দুখ।

***

শৈশব হইতে যতনে শিখিয়া,
হবে মিতব্যয়ী ভবে ;
আয় বুঝে ব্যয় করিলে সংসারে,
সুখের সংসার হবে।

***

স্বামীর আয়েতে রহিবে সন্তুষ্ট,
তাহাতেই হবে খুসি ;
যশের মালিকা পরিবে গলায় :
সম ভাবে দশে তুষি।

রন্ধন

***

রন্ধনেতে নারী হইবে নিপুনা,
যতনে করিবে শিক্ষা ;
অতি শিশুকালে জননীর পাশে,
লইয়া তাঁহার দীক্ষা।

***

রন্ধনেতে কভু হবে না কাতর,
রাঁধিবে উৎসাহ ভরে ;
খাওয়াবে শ্বশুরে ভাসুরে দেবরে,
রাঁধিয়া নিজের করে।



রন্ধন

নারায়ণে স্মরি হাতা বেড়ি ধরি,
লভিবে অনন্ত যশঃ ;
সুস্বাদু রন্ধনে প্রেমের বন্ধনে,
হইবে সংসার বশ।

* * *

রমণী রূপের পূর্ণ বিকাশে,
ভরিবে রন্ধনশালা ;
জননীর পাশে রন্ধনটুকু,
যতনে শিখিবে বালা।

* * *



সীবন

***

রন্ধনের মত বাল্যকাল হ'তে,
শিখিবে সীবন সবে ;
হইবে সীবন বড় প্রয়োজন,
গৃহিণী হইবে যবে।

***

যদি বলে নারী জানে না সীবন,
পতির গৃহেতে আসি ;
লাঞ্ছনার তার না রবে অবধি,
সকলে উঠিবে হাসি।

*

পতির গৃহেতে আসিবার আগে,

আর সব কাজ ভুলি :

জননীর পাশে লইবে শিখিয়া,

নারীর কর্ত্তব্যগুলি।

* *
*

তাহ'লে সংসারে ঠেকিতে ঠকিতে,

হবে না তোমার কভু :

তোমারে লইয়া চিরসুখী হবে,

তোমার জীবন-প্রভু।

* * *

আনন্দময়ী

* * *

করিবে আনন্দ ঢালিবে আনন্দ,
ছড়াবে আনন্দ হাসি ;
তোমার আনন্দে আনন্দে সংসার,
রহিবে আনন্দে ভাসি।

* * *

পতি পাবে তব নূতন আনন্দ,
হেরিয়া আনন্দ মুখ ;
নূতন আনন্দে নূতন উদ্যমে,
ভরিবে তাহার বুক।

* * *

ভাবেতে ভাবাতে আদানে প্রদানে,
হইয়া বিষাদ জয়ী ;
আনন্দ ছড়ায়ে আনন্দ কুড়ায়ে,
হইবে আনন্দময়ী।

* * *

ফুলের মতন মধুর হাসিতে,
মুখখানি ভরা যার ;
সেই তো রমণী প্রকৃত সঙ্গিণী,
চিরসুখী পতি তার।

* * *

গৃহিণী

***

প্রকৃত গৃহিণী সংসারেতে যিনি.
অনন্ত কর্ত্তব্য তাঁর ;
ত্যাগের মুরতি হইবেন তিনি,
লইয়া সংসার ভার।

***

ভক্তি প্রীতি ক্ষমা প্রেম সরলতা,
ভূষণে ভূষিত হই .
সংসারের হাল রহিবেন ধরি,
দয়া মায়া হৃদে লই।



গৃহিণী

* *

তাঁহারে আশ্রয় করিয়া সংসার,
ফলে ফুলে হবে ভরা ,
তাঁহারি আদেশে তারি চারিপাশে,
বাড়িয়া উঠিবে ধরা

* * *

কামনা বাসনা থাকিবে না কিছু,
মধুর হইবে বাণী,
করুণাতে তাঁর হরষে রহিবে,
গৃহের সকল প্রাণী।

***

তুষিবে সকলে সমান করিয়া,
নিঃস্বার্থ হইবে প্রাণ ;
বিনয়ে রহিবে সতত নুইয়া,
রাখিবে মানীর মান ।

***

সকল গুণের গুণবতী যিনি,
গৃহিণী তাঁহার নাম :
তাঁহারি পরশে সতত হরষে,
ভাসিবে সংসার ধাম

সম্পূর্ণ ।

শ্রীযুক্ত বিজয় রত্ন মজুমদার প্রণীত-

নূতন বধূ



আমাদের দেশে বালিকাদের পাঠোপযোগী উপন্যাস বড় একটা দেখা যায় না। 'নূতন বধূ' পড়িলে আমোদের সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের কচি কচি মনগুলি সুগঠিত হইয়া উঠিবে। ইহাতে বন্ধুত্বের জন্য স্বার্থত্যাগের চিত্র আছে; স্নেহের, প্রেমের সরস মধুর আখ্যান আছে। ইহাতে পুরুষ চরিত্র আদৌ নাই। কিশোরী চরিত্র লইয়াই গল্পটী লেখা। গোলাপি এন্টিকে ছাপা। তিন রঙা ও এক রঙা ছবি আছে। প্যাড বাঁধাই। মূল্য ১।০ মাত্র।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ পাল প্রণীত

স্বামী-স্ত্রী

স্বামীর সহিত স্ত্রীর সম্বন্ধ কি—কেমন করিয়া গৃহিণী হইতে হয়, জননীর কর্ত্তব্য কি, প্রভৃতি বিষয় অতি সরল ভাষায়, অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক কুলবধূর এই 'স্বামী-স্ত্রী' বইখানি পাঠ করা উচিত।

৵০

গোলাপি এন্টিকে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে ছাপা, তিন বর্ণের চিত্র ভূষিত, প্যাড বাঁধাই, মূল্য ৸৹ মাত্র।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ পাল প্রণীত

মাঙ্গলিকী



বিবাহ রাত্রের মিলন গীতি—বিয়ের মন্ত্র কবিতা হারে গাঁথা হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিদের বহু গবেষণার ফলে যে মন্ত্র নীতি, ও দেহ তত্ত্বের উপর রচিত হইয়াছিল তাহাই আজ দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত কুহেলিকা ভেদ করিয়া সুললিত বাঙালায়—মধুর ছন্দে প্রকাশিত হইল। এ গান সমস্বরে সকলেরই গাওয়া উচিত। বঙ্গগৃহের—বঙ্গললনার হাতে হাতে এ মাঙ্গলিকী শোভিত হউক। গোলাপি এন্টিকে ছাপা, তিন রঙা ছবি রেশমী ফিতায় ফুলের মত গ্রন্থি বাঁধা। মূল্য নাম মাত্র ৷৹ আনা।

আমাদের শুধু এই টুকু বক্তব্য আছে যে এ বাজার সংস্করণ ব্রত-কথা নহে। ইহার প্রত্যেকটি ব্রত প্রাণ মন দিয়া লেখা। প্রত্যেকটি ব্রতের গল্পাংশ মুখে শোনার মত মিষ্টি। তাহার পর তিন রঙা ৪।৫ খানি ছবি, ও এক রঙা ১২ খানা ছবি, গোলাপী এন্টিকে ছাপা, প্যাডে বাঁধাই। মূল্য ১॥০ মাত্র।



শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নূতন ভাবের অভিব্যক্তি—ফটো চিত্র 'বিয়ে।' বিয়ের পরিচয় বিয়ে। দেখিতে দেখিতে এক সংস্করণ ছয় মাসের মধ্যে ফুরাইয়া গেল। বিবাহের উপহারোপযোগী এমন ছবির এলবাম্ আর নাই।

রাজ সংস্করণ ২৲ সাধারণ সংস্করণ ১॥০